Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mali: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

Press Release

December 22, 2014

Great Victory Day Celebrated with colorful cultural display at the Embassy of Bangladesh in Washington, DC

The 43rd anniversary of the Great Victory Day of Bangladesh was celebrated with discussion meeting, colorful display of Bangladesh culture and utmost festivity in the Embassy of Bangladesh in Washington DC. The Embassy organized a two-day long programme to celebrate the occasion. On 16 December 2014 morning, Bangladesh national flag was ceremonially hoisted by Bangladesh Ambassador to the USA Mr. Mohammad Ziauddin in presence of all the officials of the Embassy. Later messages from Hon'ble President, Hon'ble Prime Minister, Hon'ble Foreign Minister and Hon'ble State Minister for Foreign Affairs issued on the occasion of this auspicious day were read out at a meeting at the Bangabandhu auditorium of the Embassy. The day's program concluded with a special prayer seeking for the salvation of the departed souls of our valiant freedom fighters who sacrificed their lives for the liberation of the country in 1971.

On 21 December 2014, a discussion meeting followed by a cultural programme were held at the Bangabandhu auditorium of the Embassy. One minute silence was observed to register respect for the martyrs of the independence war. Excerpts from the Messages of the Hon'ble President, Prime Minister, Foreign Minister and the State Minister for Foreign Affairs were read out to the audience. An overflowing crowd of more than 400 participants, comprising of expatriate Bangladesh nationals (NRBs) including children, general washingtonians and various socio-cultural organizations gathered to enjoy the cultural programme at the Bangabandhu auditorium.

Bangladesh Ambassador to the USA H.E. Mr. Mohammad Ziauddin, in his speech, paid profound homage to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman - Father of the Nation along with millions of martyrs and the valiant freedom fighters for making Bangladesh free. He also paid tribute to our mothers and sisters who lost their dignity to the Pakistani occupation force and its local collaborators in 1971. He told that the present government in Bangladesh had

taken the courageous decision to initiate trial against local collaborators of the invading Pakistani army who committed war crimes and crimes against humanity in 1971.In his speech, Ambassador Ziauddin also mentioned the role of the individuals in the USA to the cause of Bangladesh's independence, and informed the audience about the government's initiative to honor the friends of Bangladesh in different countries of the world. Bangladesh Ambassador also urged the expatriate Bangladeshis to come forward for the socio-economic development of Bangladesh.

Mr. W. Scott Butcher, who served in US Consulate General in Dhaka in 1971 as Political Officer, in his emotion-choked speech, narrated his experience of those days in 1971. One of the signatories of the famous "Blood Telegram", he was amongst the select few courageous and self-conscientious persons in US Government to raise voices against the Nixon-Kissinger Foreign Policy towards Bangladesh. He mentioned that the values that drove Bangladesh to independence were the shared universal values of human rights and dignity. He also mentioned about his personal pleasure of writing the basic draft of the formal recognition statement of Bangladesh signed by President Nixon on April 4, 1972.

A cultural programme presented by a set of local Bangladeshi artists followed the discussion program. Embassy officials and members of their families also put up a segment in the show. The Other participating Groups were Bornomala Shikkhangon, BCCDI Bangla School, Ektara, Dhroopad and Friends & Families. The colorful show created a live image in the minds of the audience of the pain and sacrifice for the nation made by our ancestors and the joy of gaining the long deserved victory in 1971. The vibrant voices and visual demonstrations of the performers reminded us the fact that our liberation war was not only about achieving the political and jurisdictional sovereignty, but was also about the rights to practice our own culture and language.

Mrs. Yasmin Ziauddin, wife of Ambassador Mohammad Ziauddin, delivered the Vote of Thanks at the end of the program. The guests were served with traditional Bangladeshi cuisine.

Muhammad A Muhith, Deputy Chief of Mission and Minister (Political and Press)
Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771/7830 e-mail: bdoot_pwash@yahoo.com/press.pew@gmail.com

Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mali: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ২০১৪

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে উদযাপিত হলো মহান বিজয় দিবস।

মহান বিজয় দিবসের ৪৩-তম বার্ষিকী সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে। আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস দুই দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মো: জিয়াউদ্দিন দূতাবাস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরবর্তীতে মহান বিজয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষ্যে প্রেরিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মানীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।

পরবর্তীতে ২১ শে ডিসেম্বর দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বানী পাঠ করা হয়। প্রায় চার শতাধিক দর্শক শ্রোতা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন, যাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মো: জিয়াউদ্দিন তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে আমাদের যে মা বোনেরা লাঞ্ছিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন যে, ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে বর্তমান সরকার একটি সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যক্তির অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন যে, বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালনকারী বিদেশী নাগরিকদের অবদানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

এরপর অনুষ্ঠানে জনাব স্কট বুচার তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, যিনি ১৯৭১ সালে ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন কনসুলেটে রাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিখ্যাত 'ব্লাড টেলিগ্রাম'-এর স্বাক্ষরকারীদের একজন ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন মার্কিন সরকারের একজন অন্যতম সাহসী এবং বিবেকসম্পন্ন মানুষ যিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে তৎকালীন নিক্সন-কিসিঞ্জারের পররাষ্ট্র নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের

মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে যে মূল্যেবোধ উদ্বুদ্ধ করে তা মূলতঃ মানবাধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিশ্বজনীন মূল্যবোধের দ্বারা চালিত ছিল। এছাড়াও তিনি ১৯৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন কর্তৃক স্বাক্ষরিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আনুষ্ঠানিক বিবৃতির খসড়া প্রস্তুতের ব্যাপারে নিজের অবদানের কথা আনন্দচিত্তে উল্লেখ করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষে একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারবর্গ এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের মধ্যে ছিল বর্ণমালা শিক্ষাঙ্গণ, বিসিসিডিআই বাংলা স্কুল, একতারা, ধ্রুপদ এবং ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিস। এই অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে দর্শক শ্রোতার মনে আমাদের পূর্বসুরীদের দু:খ ও ত্যাগ এবং একই সাথে ৭১-এর বিজয় অর্জনের আনন্দের জীবন্তচিত্র ফুটে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানগুলো আমাদেরকে এই বাস্তবতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক অখন্ডতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই সংঘঠিত হয়নি বরং এটি ছিল আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ভাষা চর্চার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম।

অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রদূত পত্নী মিসেস ইয়াসমীন জিয়াউদ্দিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ, দর্শক এবং অন্যান্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

Muhammad A Muhith, Deputy Chief of Mission and Minister (Political and Press)
Phone: 202-244-5071, Fax: 202-244-2771/7830 e-mail: bdoot_pwash@yahoo.com/press.pew@gmail.com

3510
Embassy of Bangladesh
MBASSY OF BANGLADESH

মহান বিজয় দিবস ২০১৪
VICTORY DAY
VICTORY DAY